॥ সম্পাদকের বিবৃতি ॥

ওয়েষ্ট বেঙ্গল মোশান পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরামের সম্পাদক হিসাবে কাটিয়ে দিলাম দুটি বছর। এ দুটি বছরে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যা মণি-মাণিক্য জমা পড়েছে তা আমার শিল্পী জীবনের পঞ্চাশ বছরেও হয়নি। ছোটবেলা থেকে প্রবাদপ্রতিম মানুষদের সান্নিধ্যে বড়ো হয়েছি - দেখেছি প্রত্যেকের এই ইন্ডাষ্ট্রির প্রতি দায়বদ্ধতা। মতভেদ তো ছিলই কিন্তু তা কখনও বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বিগত মাত্র কয়েকটি বছরে সমস্ত মানসিকতার কী আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, দেখে শিউরে উঠতে হয়। স্বার্থপরতা আর সংকীর্ণতা যেন মহামারীর মতো ছেয়ে গেছে সমস্ত পরিবেশটায়। ছোট-বড়ো সকলের মধ্যেই এক অদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতা। তাই আর্টিস্টস্ ফোরামের সম্পাদকের পদ যে একটি ভয়ঙ্কর কাঁটার মুকুট একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

তবু এরমধ্যেই একটা বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। এবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে ফোরামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে উদ্বোধন হয়েছে ফোরামের ওয়েবসাইটের। যা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সদস্যদের কর্মসংস্থানে বিশেষভাবে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু সম্পাদকের বিবৃতি লিখতে গিয়ে কী কাজ হয়েছে এই দু'বছরে তার ফিরিস্তি দিতে মন সায় দিচ্ছেনা। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতির বন্যা ছুটবে - কে কী করেছিলো, কে কী করছে, এ নিয়ে বিস্তর দড়ি টানাটানি হবে - তাই বিগত দু বছরে এই কমিটি কী কাজ করেছে তার বর্ণনা দেওয়া থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। বরং সম্পাদক হিসাবে কী করতে পারিনি তারই একটা বিবৃতি দেওয়ার চেষ্টা করি।

টেলিভিশন সিরিয়ালের ব্যবসা যতই ফুলে ফেঁপে উঠেছে ততই বেড়ে চলেছে শিল্পীদের পারিশ্রমিকজনিত সমস্যা। এর একটা স্থায়ী সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম শান্তিপূর্ণ উপায়ে। প্রযোজক সংস্থা ও শিল্পীদের সংগঠনের মধ্যে একটা Code of Conduct তৈরি করে এই সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানের কথা চিন্তা করা হয়েছিলো - গড়া হয়েছিলো একটি যৌথ কমিটি। দু-একটি বৈঠকের বেশি আর এগনো যায়নি। বিফলেই গেছিলো সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজকদের উদাসীনতায়। সমস্তরকম আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছি Code of Conduct -এর রূপায়ণ করতে। পরবর্তী সময়ে দু'একবার আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও প্রশাসনিক সহায়তায় কিছু টাকা উদ্ধার হয়েছে বটে কিন্তু কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। কোনো কড়া পদক্ষেপ নিতেও পারিনি। অবাক হয়ে দেখেছি প্রথিতযশা শিল্পীদের চরম উদাসীনতা। দেখতে পাইনি সংগঠনের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা।

বিগত বছরের মতো এবছরেও অনুষ্ঠিত হয়েছে Glam Sports। এ বছরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনামূল্যে গীতাঞ্জলী স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের সদস্য-বন্ধু শ্রী পিলু

ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এই ক্রীড়া উৎসবের বিপুল ব্যয়ভার বিজ্ঞাপনদাতারা বহন করেছেন। শুধু তাই নয় আর্টিস্টস্ ফোরামের কল্যাণ তহবিলেও শ্রী পিলু ভট্টাচার্য বিজ্ঞাপনদাতাদের মাধ্যমে এক লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন।আমাদের দু/তিন জন সদস্য এবং সমস্ত কর্মচারীবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ বছরের Glam Sports 2016 চূড়ান্তভাবে সার্থক কিন্তু সম্পাদক হিসাবে আমি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। কারণ, বিজ্ঞাপনদাতারা কিছু প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় মুখ দেখতে চান। আমি তাঁদের তা দিতে পারিনি। নির্লজ্জের মতো একলক্ষ টাকা তহবিলে জমা করেছি - আর এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তাঁদের খরচ করিয়েছি।বিনিময়ে তাঁদের এই প্রাপ্তিতে তাঁরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। দিনের শেষে গালে হাত দিয়ে ভেবেছি বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে সম্পাদক হিসাবে এই অপমান কি আমার পাওনা ছিলো? হয়তো ছিলো। কারণ আমার নেতৃত্ব কিছু সদস্যদের হয়তো উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। আবার আমিও সংগঠনের সম্পাদক হিসাবে আমার সেইসব সদস্যদের অসহযোগিতার বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপ নিতে পারিনি।ইন্ডাষ্ট্রির সবাই জানে আমার ভদ্রতা বোধ।কিন্তু আজকের দিনে ভদ্রতা যে চরম দুর্বলতা।

পরিশেষে একথাই বলবো আমার দেখার চোখটা একটু আলাদা। আমার মনে হয়েছে আমাদের সকলের প্রধান ব্যাধি নিরাপত্তাহীনতা। তাই আমার কার্যকালে আর্টিস্টস্ ফোরামের মাধ্যমে কিছু কল্যাণকর কর্মসূচী নেওয়ার চেষ্টা করেছি যার দ্বারা পায়ের তলার মাটিটা একটু শক্ত হয়। স্বল্প খরচে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু ক'রে অসুখ বিসুখ সমস্ত ব্যাপারেই আর্টিস্টস্ ফোরাম আজ আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।নিরাপত্তাহীনতার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাবলম্বী হওয়ার আজ বড়ো প্রয়োজন। রুখে দাঁড়াতেই হবে। আগামী দু' বছরে নতুন কর্মসমিতি এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।আমার সদস্যবন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি ফোরামের সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে আপনাদের পাশে আছি ও থাকবো। কিন্তু আমার বিনীত অনুরোধ, সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। কারণ, এই অনমনীয়, উদ্ধত মানুষদের মোকাবিলায় জাঁদরেল নেতৃত্বেরই প্রয়োজন - যা আমার স্বভাবজাত নয়।আর্টিস্টস্ ফোরাম দীর্ঘজীবী হোক।।

বিনীত

অরিন্দম গাঙ্গুলী

সাধারণ সম্পাদক

আর্টিস্টস্ ফোরাম